চন্দন সুগন্ধে

গার্গী ভট্টাচার্য

Chandan Sugandhe

Gargi Bhattacharya

++++++

Copyrighted material

মরুভূমি, পাহাড় ও আগ্নেয়গিরিকে,

A short story is a love affair; a novel is a marriage. A short story is a photograph; a novel is a film.

~Lorrie Moore

গল্প

ঘোমটা

দাকি এমন সম্প্রদায়ের নারী, যারা বাইরের কাউকে মুখ দেখায় না । নিজেদের গ্রামে ওরা বেড়ে ওঠে আর জীবন কাটায় । বাইরে যেতে কেউ দেখেনি ।

অসময়ে স্বামীকে হারিয়ে চার চারটি সন্তান নিয়ে মুষড়ে পড়া দাকি , মুখে ইয়া লম্বা এক ঘোমটা দিয়ে ইদানিং ট্র্যাক্টরে চড়ে দূর দূরান্তে যায় , চটের বস্তার ওপরে রূপার তার দিয়ে নক্‌শা ফুটিয়ে , তাই বেচতে ।

অনেক বিদেশী , ওর রং চং-এ পোশাক ও চুড়ি, গলার হারের সম্ভার দেখে ওর ছবিও তুলেছে । কিন্তু একমাত্র নাকের বিরাট নথ ছাড়া মুখের কিছুই দেখা যায়নি । নথটা ঝুলে আছে নারকেলের মতন দাকির ঘোমটার ফাঁক দিয়ে । সারা দুনিয়ায় দাকির ছবি সেরা বলে বিবেচিত হয়েছে । কিন্তু তার মুখ কেউ দেখেনি

বলেই কে আসলে দাকি , তাকে দেখতে কেমন তা আজও কেউ জানেনা !

ভক্ত

কিমি লবং নিয়মিত গুম্ফায় গিয়ে মোম জ্বালায় । ধর্মীয় সব উৎসবে কাজ করে । প্রসাদ ভাগ করে দেয় সবার মধ্যে । বাড়িতে অবশ্য সে কোনো উপসনা করেনা । নাস্তিকই বলা চলে তাকে কারণ গুম্ফায় যায় সময় কাটাবার জন্য । জনমানবহীন প্রান্তরে সে একদম

একা থাকে । কাজ করে বাঁশিওয়ালা হিসেবে লোকাল নাট্য দলে । তাই অবসর সময় পথে পথে উদ্দেশ্যহীন ভাবে না ঘুরে সে মঠে গিয়ে লোকের মুখ দেখে দেখে জীবন কাটায় । এই গ্রামে , মেঠোপথ ধরে দিনে একটাই বাস চলে । ট্যুরিস্টও আসেনা বড় একটা । ওদের গ্রামে আছে এক নীল নদী । আর পাইন বন ।

রোজ রোজ এগুলো দেখে দেখে বিরক্তই লাগে কিন্তু জীবন এখানেই কাটাতে হবে । তাই কিমি লবং , মঠে যায় । অবশ্যি ও মঠের উৎসব ইত্যাদিতে বাঁশি বাজালে মোটা টাকা পায় । একসাথে দুটো বাঁশি বাজাতে পারে কিমি । লম্বা লম্বা আজব দুটি বাঁশি নিয়ে, হলুদ মেরুন

পোশাক পরে- একসাথে মুখে দিয়ে অদ্ভুত ভাবে বাজায় সে । এসব দেখতেও অনেক ভীড় হয় ।

গরু

রংডাঙার মেয়ে পলা, গরুর পাল নিয়ে সপ্তাহের মেলায় বিক্রি করতে যায় । অনেক গরু নিয়ে হ্যাট্ হ্যাট্ করতে করতে পলা মেলায় পৌঁছায় । সেখানে আসলে উটের আসর বসে । দূর দূরান্ত থেকে জীর্ণ শীর্ণ , পাগড়ি পরা লোকেরা উট কিনতে ও বিক্রি করতে আসে । অনেকে ওখানেই দু, একদিন থেকে যায় তাঁবু গেড়ে । সেখানে সন্ধ্যায় মোটা রুটি বানায় । চা তৈরি করে । পলাও এসব করে । আসলে ও ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়লেও বাইরে দেখায় না । কারণ পুরুষের সাথে পাল্লা দিয়ে ; গরু নিয়ে বেরিয়েছে । ওর উট নেই একটাও- তা বলে কি ও মেলায় বিকিকিনি করবে না ?

রূপার লম্বা ঝুমকো ও টায়রা পরা মেয়েটি এত পরিশ্রম করে দেখে অনেকেই বিশেষ করে মুসলমান লোকেরা গরু কিনে নিয়ে যায় । উটের মেলায় এসে ।

আসলে পলার বুড়ো বর, বয়সের ভারে ঝুঁকে পড়েছে । বাতের ব্যাথায় পঙ্গু । তাই শৈশবে বিয়ে হওয়া

পলাকেই মেলায় হাজিরা দিতে হচ্ছে নিয়মিত । তবে ও একখানা পাগড়ি পরে আসে । তার নিচে কপাল বরাবর থাকে একটি টায়রা । আর কানে ঝোলানো দুল ।

কসাই

কসাই মণিকরণ , নিত্যদিন পাঁঠা, ভ্যাড়া , মূর্গী, হাঁস কাটতে অভ্যস্থ । এইসব অবলা পশুর দলই, ওর পেশায় জড়িত বলে লোকে ওকে নিষ্ঠুর প্রকৃতির মনে করে । ওর বস্তির অনেক মানুষ ওকে এড়িয়ে চলে ।

মণিকরণের বৌ সুলভা বলে :: এটা আমাদের বাপ্ দাদার সময় থেকে চলে আসছে । কেউ তো আর শখ করে মাংস কাটেনা ।

একটি ছাগল সবসময় মণিকরণের গা ঘেঁষে থাকে । ও খেলে সেও খায় । ও যেখানে যায় , ছাগল-ও যায় । ও বাজারে গেলে ; ছাগল ডেকে ডেকে- ওকে খুঁজে খুঁজে পাড়া মাথায় করে । ছাগলটি আবার নোংরায় পা বাড়ায় না । যা পায় তা খায়ও না । খানার ব্যাপারে দারুণ খুঁতখুঁতে ।

এহেন পশুকে ; মণিকরণ বাসায় বসিয়ে খাওয়ায় । অনেকদিন কেটে গেলেও- ওকে জবাই করার কথা মনেও আনেনা । **এই একমাত্র জন্তু, যাকে কসাই মণিকরণ , মনের মণিকোঠায় সযত্নে তুলে রেখেছে ।**

(আংশিক সত্য কাহিনী- তবে এক শূকরকে নিয়ে)

শারং

প্রখ্যাত **নাটমন্দিরে** গিয়েও প্রসাদ খায়না শারং শেঠ ।

বহুদিনের শখ নাটমন্দিরে যাবার । অনেক নাম শুনেছে । অনেক মিরাকেল হয় । মনস্কামনা পূর্ণ হয় ভক্তদের । শারং শেঠ একজন শিক্ষিত যুবক । হয়ত তাই নাটমন্দিরের দেবী , রঞ্জনা ঠাকুরের প্রসাদ খেলোনা সে । যেই প্রসাদ পাবার জন্য দেশ বিদেশ থেকে আবেদন আসে । এই মুঠো মুঠো লাড্ডু বিক্রি করে অনেক টাকায় জমিয়েছে মন্দির কমিটি । তবুও শারং এর কাছে এসব জিনিস মূল্যহীন । ফ্রিতে দিলেও সে কখনো-ই খাবেনা আর কাউকে খেতেও দেবেনা ।

কারণ পালে পালে এসে , জন্তুরা সেই প্রসাদে মুখ দিচ্ছে । ওদের এঁঠো সিন্নি আর লাড্ডু গোগ্রাসে খাচ্ছে আর কিনছে -- অভিজাত ভক্তের দল , অন্ধ বিশ্বাসে ।

কোনো বাছবিচার না করেই ।

টিচার

গ্রামের ইস্কুল শিক্ষক অপু মান্না, একটু পাগলাটে ।

জামাকাপড়ের কোনো ছিরি-ছাঁদ নেই । সবসময় বই আর ছাতা বগলে, এদিক থেকে ওদিকে যাচ্ছে । চৈত্র আর পুজোর সেলের সময়- একগাদা জিনিস কিনে রাখে স্রেফ সস্তা বলে । তার জীবনে কোনো তুলিরেখা নেই, সবই অত্যন্ত গ্রস বলে লোকে মনে করে । মুঠোফোন অবশ্য আছে । নিয়মিত বাড়িতে টিউশ্যুনি করে অপু । এক্সট্রা ইনকাম আর কি !

ওরই এক ছাত্র বিশাল দত্ত, আরো পাগলাটে ।

একবার অ্যানুয়াল এক্সামে সে- সোসাল সায়েন্স পরীক্ষায় যত প্রশ্ন এসেছিলো ,তার একটারও উত্তর না লিখে, নিজের মতন করে অন্যান্য সামাজিক বিষয় নিয়ে লিখে এসেছে ।**বিবরণ দেওয়া শুধু নয় অনেক তত্ত্ব ও তথ্য সম্পর্কে গভীর আলোচনা করেছে নিজের মতন করে ।**

বাড়ির লোক জানে ও ক্ষ্যাপাটে ; তাই ধরেই নিয়েছে যে সে ফেল করবে ।

অপু মাস্টার কিন্তু ওকে ১০০ তে ১২৫ নম্বর দিয়েছে । তার কারণ হিসেবে হেড্‌মাস্টারকে বলা হয়েছে যে বিশাল হয়ত পরীক্ষার খাতায় প্রশ্নের উত্তর লেখেনি কিন্তু গভীর সব তত্ত্ব নিয়ে সাবলীল আলোচনা , রিয়েল লাইফ উদাহরণ দিয়ে নানান সমাধানের কথা লেখা এসব তো করেছে । একজন ছাত্রের পরীক্ষা নেওয়া হয় তার জ্ঞানের পরিধি মাপার জন্য । সেইদিক দিয়ে বিশাল দত্ত একজন জ্ঞানী কিশোর ।

যারা মুখস্থ করে এসেছে তারা প্রশ্নের উত্তরে সব উগড়ে দিলেও জ্ঞানের বিস্তার সম্পর্কে মাস্টারের সন্দেহ আছে । বিশাল কিন্তু সেদিক দিয়েও এগিয়ে কারণ একটি প্রশ্নকে সে চ্যালেঞ্জ করেছে এই বলে যে এইসব বস্তাপচা নিয়ম বদলানোর সময় এসেছে । কেন পরীক্ষার নামে নতুন প্রজন্মের মগজে এইসব বাতিল তত্ত্ব ঢোকাচ্ছেন ?

সবুজ

এমন সবুজ ফসল যে মরুতে ফলানো সম্ভব তা নিজ চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায়না । পেঁয়াজ শাক, পালং, মূলো শাক, কফি, লাউ, পেঁপে, বিন্স্, ঢ্যাঁড়স্, পটল , চিচিঙ্গা , শসা , ঝিঙে, উচ্ছে, শিম্ , মেথি শাক কী নেই ?

সব নিজ হাতে চাষ করেছে গৃহবধূ জোনাক ভিরওয়ানি । তিন পুরুষের বাস মরু শহর কাম্বাহ্- তে । মরুভূমি ভালোবেসে সেখানে যায় ওর পূর্বজরা । তারপর থেকে ওখানেই থেকে যায় । সরল মানুষ আর অজস্র বালির পাহাড়ের মাঝে হারিয়ে ফেলে নিজেদের মূল গোষ্ঠির তাল, লয়, ছন্দ । কিন্তু খাদ্যাভ্যাস হারায় না । তাই জোনাক নিজ হাতে সব চাষ করে করে বাজারে নিয়ে যায় । অনেকে ওকে চাষী বৌ ভাবে । কেউ ভাবে সবজি বিক্রেতা । যাই ভাবুক ওর দোকানে অনেক অনেক লোক জড়ো হয় । কেনাকাটা করে ।

ধূসর হলুদ পাথর ও সোনালি বালির মাঝে এত সবুজ আর সতেজতা অথচ তা কোনো মরীচিকা নয় বরং

জীবন্ত এক মরূদ্যান- এমনটা দেখেই লোকে আসে তারপর সবুজ ভালোবেসে সেগুলি কিনে নিয়ে যায় ।

এসব কোনো জাদুদন্ডের স্পর্শে নয় , মনের আয়নায় ফুটে ওঠা মুগ্ধতায় সম্ভব হয়েছে । **জোনাক ভিরওয়ানি আর ওয়াল টু ওয়াল হাউজওয়াইফ নেই !!**

ওর দুই হাতে অনেক- প্লাস্টিকের মোটা মোটা চুড়ি । আসলে কাঁধ থেকে কনুই অবধি বড় বড় চুড়ি থেকে শুরু করে সরু সরু হাতের মাপে চুড়ি পরা । মনে হয় প্লাস্টিকের ব্লাউজ পরা । এটা অবশ্য সে নতুন সংস্কৃতি থেকে আমদানি করেছে ।

জল

কাম্বাহ্ এক মরুপ্রদেশ । কাজেই জলের বড় অভাব । এতই অভাব যে লোকেরা একটি দিঘীতে গিয়ে স্নান, বাসন ধোয়া ইত্যাদি সারে । একই ঘাটে লোকে স্নান করছে , কেউ বাসনপত্র ধুচ্ছে আবার কেউ সাবানের ফেনা সরিয়ে সেই অতি নোংরা জলই পান করছে ।

লোকাল, শৌখিন গহনা ব্যবসায়ী পীতম্বর কুলহারি, দিনে কমপক্ষে ৬/৭ বার স্নান করে । একবার স্নান করলে যে ময়লা গায়ে জমে যায় তা থেকে নিস্কৃতি পেতেই অন্যান্য স্নানগুলো করে । উপায় নেই । প্রচন্ড গরমে গায়ে জল না দিয়ে বাঁচা যায়না আর জলের তো প্রচন্ড সমস্যা ওদের এলাকায় তাই এই ব্যবস্থা নিয়েছে । যেহেতু জমা দিঘীর জলে কোনো লহরীর স্পর্শ নেই ; তাই যে যাই করুক না কেন জলের পরিমান একই থাকে । **বড় বড় ছাক্‌নি নিয়ে নোংরা ছেঁচে তোলে পীতম্বর কুলহারি, তারপর তা গায়ে ঢালে ।**

গরিমা

লোহালক্‌করের কাজ করা মাধো , ওর দোকানে গেলেই- ওর পূর্বজরা আগে কীরকম রাজপুত রাজাদের অধীনে গুরুত্বপূর্ণ সব কাজ করতো তার এক ইতিহাস

দিয়ে শুরু করে তারপর কাজের প্রসঙ্গে যায় ।

লোকে বলে, লোহার কাজকে হয়ত তেমন ভালো কাজ বলে মনে করেনা মাধো, তাই বংশের যতসব গৌরবের গল্প শুনিয়ে শান্তি পায় । কেউ যেন ওকে সাধারণ এক

কামার না ভেবে বসে, তাই । অবশ্যি আজকাল হার্ডওয়্যার তো কম্পিউটারেও হয় যা অভিজাত কাজের মধ্যে আসে কারণ তা ইলেকট্রনিক্স সংক্রান্ত ।

সফট্ওয়্যার অংক আর হার্ডওয়্যার ইলেকট্রনিক্স, এই তো কম্পিউটার !!

এখন তো ওর ছেলে সেনাবাহিনীতে গেছে, অফিসার হয়েছে সেখানে । তাই এখন রাজপুত রাজা থেকে শুরু করে, ভারতের সৈনিক সম্পর্কে এক লেক্চার দেয় ।

তারপরেও কেউ উৎসাহ দেখালে--ক্ষুদ্র কামারের দোকানের টুংটাং শোনা যায় ।

অপলা

ভিখারির মেয়ে অপলা, আজ এক ধনীর একমাত্র সন্তান । সেই ধনবান ব্যাক্তি, একদিন ওর বাবা ও মাকে গাড়ি চাপা দিয়ে মেরে ফেলে । তখন ওকেও নিয়ে আসে

নিজের বাসায় । ধনী ব্যাক্তি নি:সন্তান ছিলো । ওর স্ত্রী, এই শিশুটিকে বড় করার দায়িত্ব নেয় ।

অপলা ; এখন ওর ব্যবসাদার বাবার সাথে কাজ করে ।

ওদের ব্যবসাটা আজব । কৃত্রিম ঘাসের ব্যবসা ।

কত লোকের বাগান , কত অফিসের লন্ ওরা সাজিয়ে দেয় **ফেক্ গ্রাস** দিয়ে । অনেক জায়গায় নকল ফুল, কুঁড়ি , গাছও লাগিয়ে দেয় । দেশ- বিদেশে যায় কাজে ।অপলার বাবাকে, দূর্ঘটনা হলেও অনেকে খুনী বলে কিন্তু মেয়েটি ভাবে যে এই মৃত্যু না হলে সে কি আজ এইসব কাজ করতে পারতো- নাকি শিক্ষা পেয়ে স্বাধীন হতে সক্ষম হতো ? যদিও নিজের বাবা ও মাকে হারিয়েছে তবুও অপলার মনে সবসময়ই একটা দ্বন্দ চলে এই ঘটনা- দূর্ঘটনা নাকি গেম চেঞ্জার তাই নিয়ে ।

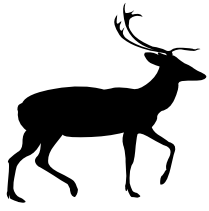

মনুমেন্ট

লাল পাথরের মনুমেন্টের নিচে খেলা দেখায় রঘু, রাম আর রতন । এখন ওদের দলে এসে জুটেছে ওদের দুই বোন--- রমা আর রাণী !

দড়ির ওপরে হেঁটে যাওয়া, মাথায় ইয়া ইয়া সমস্ত হাঁড়ি নিয়ে যাতে জল ভর্ত্তি অথবা আগুনের মধ্যে দিয়ে লাফ দেওয়া দেখতে অনেক লোক জমে । কখনো, কোনো বড়লোক এসে গেলে ওরা ভালো কামায় । অনেক সময় নানান গ্রামে গিয়ে খেলা দেখায় ওরা ।

শিক্ষক পরাণ বাগ্, নিজ প্রচেষ্টায় -নগরের সব দরিদ্র শিশুকে, শিক্ষা দেবার ব্রত নিয়েছে । দু:স্থ শিশুদের পড়াবে মাস্টার-মশাই ! বইপত্র সবই তার এন্‌জিও দিচ্ছে । কিন্তু এই লালপাথরের দলটি , ওর শিক্ষা নিতে অস্বীকার করেছে । ওরা বলেছে , এসব ছাইপাশ পড়লে অফিসে যাবো । সেখানে সীমিত আয় ।আর এসব খেলা দেখিয়ে অনেক অনেক টাকা কামানো যায় । তাই ওরা এগুলো করতেই উৎসাহী ।

কালো কালো , গোটা গোটা অক্ষর নিয়ে খেলতে ওরা মোটেই ইচ্ছুক নয় । নিমরাজি শিক্ষা বর্ষায় ভিজতে ।

অনেক পড়ালেখা করা লোকও অটো আর টোটো চালায় । কী হবে নেকাপড়া শিখে ?

রারা

রারা ; মোবাইল ফোনে আসক্ত । এতটাই যে ওর প্রেমিকা ওকে ছেড়ে চলে গেছে । নানান মেসেজ পাঠাবার কায়দা ও রপ্ত করেছে । অচেনা মানুষকে নিত্যদিন শুভেচ্ছা আর চিত্রহারের মতন ফিল্মি ভিডিও পাঠাতেই ব্যস্ত । কাছের মানুষ চলে গেছে দূর দিগন্তে। ওর এই স্বভাবের জন্য বাড়ির লোক খুবই বিরক্ত । কোনো কাজে মন নেই রারা যুবকের ।

হঠাৎ-ই সে অনেক টাকা কামাতে শুরু করে । লোকে ভাবে যাক্ একটা হিল্লে হল ছেলেটার ।

তবে ওর এই অর্থভান্ডার আসে সেই মোবাইল থেকেই । ও একটি মফ:স্বলে থাকে এখন । সেখানে অনেক লোককে Selfie তুলে দেয় আর হাতে আসে মোটা টাকা । কারণ তারা ভাবে এগুলি করা বেজায় শক্ত ।

ভাগ্যিস্ মোবাইল ফোন বেরিয়েছিলো ! Selfie ও তাই অন্য লোকে তুলে দিচ্ছে ।

লোরি

লোরি প্রজাতির লোকেরা, মানুষকে পোশাক ভাড়া দেয় । তা কেবল নাট্য কোম্পানির মানুষ নয়, বিয়ে শাদিতে যাওয়া মানুষেরা এবং কলেজ/স্কুলের ফাংশানেও লোকেরা ভাড়া করে । যুগ যুগান্ত ধরে এই কাজ করছে । ওদের দলের মেয়ে রোশনাই, নিজের পরণে ছেঁড়া পোশাক, একটি পেল্লাই ঘাঘরা , চোলি নিয়ে ঘুরছে । কোন এক পড়তি বড়লোকের বাড়ির মেয়ে, বিয়েতে পড়বে বলে ।

ওকে তারা নেমতন্ন পর্যন্ত করেছে ! উৎসবে রোশনাই গিয়েছিলো নিজের ব্যবসার থেকে একটি পোশাক নিয়ে । খুবই সুন্দর। লেবু রং এর শাড়িতে সাদা দিয়ে অপূর্ব কাজ করা । কিন্তু খালি পায়ে আর সাধারণ সাজে যায়

। কারণ জুতো আর গয়না ওরা ভাড়া দেয়না । তবু এই রাজকন্যা রোশনাই যথেষ্ট গুরুত্ব পায় কারণ উৎসবের মূল মানুষেরা সবাই ওদের দলের ভাড়া করা জামাকাপড়ে সজ্জিত !

কমোডিটি

অজনেয় কূলের ছেলে সোরাব, সিনেমা পাগল হলেও কোনো নায়ক বা নায়িকার জন্য তেমন প্রেম-প্রীতি রাখেনা । তার যুক্তি হল , আমি সিনেমার গল্পটা আর পর্দায় ভেসে ওঠা জিনিসগুলো ভালোবাসি । নায়ক/ নায়িকাকে নিয়ে পাগল হইনা কারণ আমার মনে হয় ওরা মানুষ নয় ; **কমোডিটি** । দেখবে, ওদের শিশুরা জন্মানোর আগে থেকে ম্যাগাজিনের কভারে আসে, তারা কিছু বোঝার আগেই মডেল হয় আর মৃত্যুশয্যা থেকেও ওরা নিজেদের বিক্রি করে । আমি মানুষ ভালোবাসি , কমোডিটি নয় । তাই হয়ত বামপন্থার ভক্ত । তবে আমার পশ্চাৎ দেশ ; বেবুনের মতন লাল নয় । এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো । আমি লজিক্যাল । ভারতের মতন দেশে, যেখানে আজও বহু

মানুষ অভুক্ত থাকে সেখানে লোকে কোন আক্কেলে এত বাজে খরচ করে সত্যি সোরাব বুঝে পায়না !

নিমন্ত্রণ

শিবিকা এক মেয়ে, যার কমিউনিটির লোকেরা সবসময় কালো ধুতি আর শাড়ি পরে থাকে । ওরা পশুপাখিদের নিজ সন্তানের মতন স্নেহ করে তাই নিরামিষাশী ।

ভুলেও কেউ মাছ, মাংস বা পশুর অন্ত্র, ডিম, হাড়, পায়ের পাতা খায়না । ওদের দেহের প্রোটিন আসে সয়াবিন , ছানা , রাজ্মা, ডাল ইত্যাদি থেকে ।

শিবিকা শিক্ষিতা, মার্জিত এক যুবতী । সহজে কাউকে আঘাত করেনা । একবার ওদের বাসায় নিমন্ত্রিত ছিলো উত্তম চ্যাটার্জ্জী । ব্রাহ্মণ হলেও তার আমিষ এমনকি গরু , ভ্যাড়া, সাপখোপ, শামুক , অন্যান্য জলজ প্রাণী ছাড়া পেট ভরেনা । তবুও শিবিকা ওকে ডেকে খাওয়ানোর প্ল্যান করে । আর কোনোদিন মাংস না খাওয়া মেয়ে , নিজ হাতে সেদিন কচ্ছপ রান্না করে আর উত্তমের সাথে বসেই খায় । কারণ উত্তম ওদের

অতিথি । আর অতিথির সেবা করাই মানুষের ধর্ম । নিয়মিত ব্যসনের গোলা আর ঝুরি/ সরু দড়ি, তেলে ভেজে খেতে অভ্যস্থ শিবিকার এই কান্ড দেখে লোকে অবাক হয় তবে তারিফও করে ।

ডার্লিং

সোনার শহর , দেবমীর । হলুদ পাথরের এক জাদুমাখা নগর । কতনা বীরত্বের গল্প চারদিকে ! এই শহরের এক বৃদ্ধ উটপালক , রণবীর সিংভি জীবনে কোনোদিন কোনো নারীকে স্পর্শ পর্যন্ত করেনি । সারাটা জীবন কেটেছে উটের পিঠে বোঝা তুলে-- দূর দূরান্তে পাড়ি দিয়ে । সন্ধ্যার সময় কোনো অচেনা তাঁবুর ধারে বসে বসে ; ফোটানো চা আর মোটা রুটি ও রসুন আর টমেটোর আচার খেয়ে খেয়েই সন্ধ্যা আহ্নিক সেরেছে । সূর্য ডোবার পরে খাবার খেতে অভ্যস্ত মানুষটি, কেন বিয়ে করেনি শুধালে বলে ওঠে :: বৌ মানে কী ? জীবনসাথী । সারাটা জীবনের সঙ্গী । আমার সারাটা জীবন কেন, সারাক্ষণের সাথী এই পশুটি ! কাজেই বৌকে আর রাখবো কোথায় ?

পশুটি, অবলা বলে তো আর ওর মতামত না জেনে একজন সতীনকে আনতে পারিনা ! কাজেই ঐ আমার ইহকাল আর পরকাল । ছেলেবেলা থেকে ওকেই সম্বল করে বেঁচে আছি কাজেই ঐ আমার ডার্লিং ।

ডার্লিং শব্দটি অবশ্যই শিখেছে ফরেন টুরিস্টদের কল্যাণে । হলুদ শহরে ; হলুদ লাগানো কোনো কার্ড

পথভুল করেও আসেনি কখনো ; রণবীর নামক বীরের আঙিনায় ।

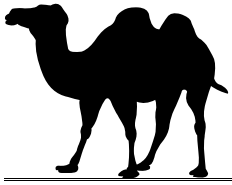

শর্মিলি

শর্মিলি যখন কিশোরী ছিলো, তখন তার বিয়ে হয় । স্বামী করতো বাঁশ কেটে ঝুড়ি বোনার ব্যবসা । কোনোদিন চাকরি করেনি । স্বাধীন ব্যবসায় মন দেয় । তবে অনেক লোক লাগাতে হতো । কেউ বাঁশ কাটছে তো কেউ ঝুড়ি বুনছে আবার কেউ মালপত্র বইছে ।

পরে অবশ্য লোকসংখ্যা অনেক কমে যায় । কারণ শর্মিলির পাঁচবার সন্তান হয় এবং প্রতি লটে-- পাঁচজন করে ।যদিও সবগুলোই কন্যা সন্তান ।

এখন শর্মিলির স্বামীও মৃত । বারবার মেয়ে হওয়াতে, লোকটি ভেঙে পড়ে । একসময় দেহ রাখে একজনকেও ডাস্টবিনে ফেলতে না পেরে । শর্মিলি খুব কড়া এই ব্যাপারে । মেয়ে হলেও নিজ সন্তান তো বটে !

শর্মিলির ব্যবসা এখন নারী পরিচালিত । এবং বেশ ভালো করছে ঝুড়ি বোনা মা আর একদল Quintuplets (quints) মেয়ে !

মন্দির

কিছু সর্বহারা, ফুটপাতবাসী মানুষের, নিয়মিত রোজগারের একটা রাস্তা বেরিয়েছে । এখন ওরা ছোট হলেও নিজের বাড়িতে বাস করে । দুবেলা পেট ভরে খায় । শিশুরা স্কুলে যায় । আগে গরু, কুকুর আর ছাগলের সাথে সহবাস করা, রাজপুরের এইসব লোকেরা একবেলা খেতে পেতো হয়ত । কিছু ট্যুরিস্ট হয়ত ওদের পয়সা দিতো । ওদের ঐতিহাসিক শহরে অনেক দূর্গ আর রাজপ্রাসাদ-- যা দেখতে আজও লোকে আসে আর মাঝে মাঝে সিনেমার শ্যুটিং হয় ।বিদেশীদের আক্রমণে এক রাজা ; অনেকদিন গুহায় লুকিয়ে ছিলো । ঘাসের গদিতে শুয়ে আর অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে সেই রাজা আবার যুদ্ধ করে, আর নিজের হারানো রাজত্ব ফিরে পায় । বিদেশী এক মোটর কোম্পানি ইতিমধ্যে সেখানে ঘাঁটি গাড়ে আর বিক্রি বাড়িয়ে-- ফুলে ওঠে । ওরা দেশী লোকেদের মোটর বিক্রি করতো না । কেবল বিদেশীরাই কিনতে পারতো । সেই রাজা, যুদ্ধে জিতে একটি গাড়ি উপহার পায় তার বিদেশিনী বান্ধবীর কাছ থেকে, যাকে পরে সে বিয়েও করে । ইভলিন্ নামক সেই স্বর্ণকেশী,

সমুদ্রনীল আঁখির মেয়ের দেওয়া গাড়িটিতে রাজা নিয়মিত নিজের প্রিয় কুকুরকে ঘুরতে নিয়ে যেতো ।

এই ঘটনার পরে ঐ কোম্পানি দেশী লোকেদেরও ঐ গাড়ি বিক্রি করতে শুরু করে কারণ তাদের ইগো কমে যায় । ওদের গাড়িতে রাজার কুকুর , প্রাত:ভ্রমণে যায় আর নিজেকে হাল্কা করে । তাই জাতে ওঠার জন্যই হয়ত দেশীদের গাড়ি বিক্রি করতে শুরু করে ।

সেই রাজা আজ আর নেই । তারই এক বংশধরের মৃত্যু হয়-- মদ্যপ অবস্থায় রাস্তার ধারে পড়ে গিয়ে , মাথায় বেকায়দা চোট্ পেয়ে । একই জায়গায় গড়ে ওঠে মন্দির । সেই রাজার বংশপ্রদীপের নামে । তারই ছবির পুজো হয় । প্রসাদ বিতরণ , মালা পরানো,হোম্যজ্ঞ করা সবই নিয়ম মেনে করা হয় । করে সর্বহারা লোকেরা ।

সাধারণ এক মদ্যপকেও- দেবত্ব প্রদান করা বুঝি ভারতেই সম্ভব ।

(দুটি সত্য ঘটনা জুড়ে দেওয়া হয়েছে !!! ☺)

শ্রীদেবী

ভূদেবী আর শ্রীদেবী, দ্রাবিড় দেশে, ভগবান বিষ্ণুর দুই কনসর্ট। অবশ্যি এই গল্পে ওরা দুই বোন । ওদের বিয়ে হয়েছে একই লোকের সাথে । ভূদেবীর মৃত্যুর পরে ছোটবোন শ্রীদেবীর সাথে ওর জামাইবাবু, রাসেল করিমের বিবাহ দেয় ওরই বাবা ও মা । **রাসেল করিম কে লোকে-- ক্রিম বলে ডাকতো ।**

তা সত্যিই ভারি ভালো ছেলে সে !

এই বিদেশ বিভূঁইয়ে এমন পাত্র মেলা ভার । ভূদেবীর দেখাশোনা করা , দুই বাচ্চার ভরণপোষণ সবই ক্রিম দক্ষতার সাথে করেছে । এখন দিদির দুই বাচ্চাকে দেখাশোনার দায়িত্ব পড়েছে শ্রীর--- ওপরেই । ওরা মাসিকে খুবই লাইক করে । শ্রীও, ক্রিমের জন্য পাগল ! দিদির অকালে চলে যাবার জন্য দুখী তবে অবচেতনে হয়ত একটু খুশিও । ক্রিম রূপবান, বলবান , কোমল মনের মানুষ । আর দিলদরিয়াও ।

রাসেল করিম বা ক্রিম ; ইসলাম ধর্ম নিয়েছে । আগে ক্যাথলিক ছিলো । সুফি ফিলোসফি খুবই আকর্ষণ করতো তাকে ।

এমন মানুষটি বেশ ধনী, তবে অড্ টাইমে কাজ করতে হয় তাকে । হয় রাতদুপুরে অথবা ছুটির দিনে ভোর বেলায় । সবাই মেনে নিয়েছে কারণ প্রচুর কামায় । একটি ব্যবসা করে । বডিগার্ডের ব্যবসা । তবে ওর কোনো কলিগের সাথে শ্রীর, কখনো-ই পরিচয় হয়নি ।

দেশের ইন্‌ফেমাস প্রফেশনাল কিলার ; **হার্বার্ট** এর সম্পর্কে সবাই এমন কি শিশুরাও জানে । মায়েরা ওদের ঘুম পাড়ায় এই বলে :: **ঘুমিয়ে পড়ো, নাহলে হার্বার্ট আসবে ।**

আমাদের গব্বর সিংয়ের মতন আর কি !

শ্রীদেবীর তিনটে সন্তান । আর ভূদেবীর দুই বাচ্চাকে নিয়ে ভরা সংসার ওদের । ধনকুবের নাহলেও ক্রিমের অর্থ আসে অনেক তাই মধ্যবিত্তর চেয়ে অনেক এগিয়ে

ওরা । জীবনের নানান সুবিধে পেতে অভ্যস্থ । দারিদ্র্য কী তা জানেনা ।

সব বদলে গেলো যেদিন হার্বার্ট পুলিশের হাতে ধরা পড়লো । হতবাক্ পরিবারের সবাই ।

তবে দুনিয়ার কাছে কিলার , মন্সটার্ হলেও- শ্রীদেবী আর শিশুরা জানে যে হৃদয় বলে একটা বস্তু ছিলো হার্বার্টের । এত কাছ থেকে দেখেছে তাকে আর জানবে না ?

ক্রিম ; যেন ভয়াল মুখোশটা খুলে বাসায় প্রবেশ করতো । আগে রিয়েল বডিগার্ডের কাজ করতো সে। ধর্মান্তরিত হবার পরে এক ডনের কাছে কাজ পায় যে ইসলাম ধর্মের লোক । ধীরে ধীরে সখ্যতা গড়ে ওঠে আর ছায়া হয়ে ওঠে ডনের কায়া , হয়ত অজান্তেই ।

(আংশিক সত্য ঘটনা)

ডাইনি

ছোট্ট ডায়নাকে ; ডাইনি বলে- দেশের মানুষ ও সমাজের ভয়ে ওর পরিবার ফেলে দেয় । ঐ দেশের লোকেরা সবাই বেজায় হলুদ , টিকটিকির মতন ফ্যাকাসে । তারা কালো কাউকে সন্তান হিসেবে পেলে মনে করে সে উইচের বাচ্চা তাই এত কালো । কাজেই তাকে ফেলে দেওয়া হয় । এইভাবেই ডায়নাকেও ফেলে দেয় ওর পরিবার । শিশুটি তবুও রাস্তায় ঘুরে ভিক্ষে করে করে আটমাস বেঁচে ছিলো । এতই দূর্বল ছিলো যে হাঁটতে না পেরে হামাগুড়ি দিতো শেষে ।

এক ইরাণী সাংবাদিক তাকে দ্যাখে ও দত্তক নেয় । অসামান্যা রূপসী এই ইরাণের মেয়ে, ডায়নার নাম এরকম দেয় কারণ ওদের দেশের সবাই যীশু ভক্ত । যদিও তার বাবা/মা তাকে ফেলে দেয় তবুও মূল বৃক্ষর একটু ছাপ থাকবে না ফুলের গায়ে ? ডায়না বড় হয়ে অবশ্যি নিজের নাম বদলে নেয় । সে এখন বুখারা । ডায়না নয় । কারণ পালিকা মায়ের সাথেই নিজের সবকিছু জড়াতে চায় সে ।সবাই ওর মতন লাকি তো নয় কারণ আরো অনেক ডায়না ওখানে আছে !!!

ঐদেশে ; ডাইনির সন্তান বলে শিশুকে ত্যাগ করা এক আজব সমস্যা হয়ে উঠেছে ।

(আংশিক সত্য ঘটনা)

THE END